ইউনিট ১

ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক জ্ঞান
Elementary Knowledge in Banking

ভূমিকা

বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থা আকস্মিক কোন পরিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেনি। হাজার হাজার বৎসরের ক্রম বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ব্যাংক বর্তমান উন্নতর পর্যায়ে এসে পৌছেছে এবং ভবিষ্যতেও এর উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তবে একথা সত্য যে, সেই আদিকালের ব্যাংক ব্যবস্থা এবং বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে আকারে (Size) ও প্রকারে (Type) ব্যাপক পার্থক্য থাকলেও নীতি, প্রকৃতি ও কার্যের মধ্যে তেমন বিশেষ পরিবর্তন আজও ঘটেনি।

অন্যদিকে, সামাজিক কার্যক্রম হিসেবে ব্যাংক অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখে মানব সভ্যতাকে দ্রুত সম্প্রসারিত হতে সাহায্য করছে।

পাঠ ১ ব্যাংক শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক কি তা বলতে পারবেন;
- ব্যাংক উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

ব্যাংক কি?

ব্যাংক কথাটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অর্থ নিয়েই এই প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ। কারণ ব্যাংক অর্থের ব্যবসায় করে। প্রতিদিন অগণিত মানুষ ব্যাংকে তাদের সঞ্চয় জমা রাখে। এর মূল কারণ হল, সঞ্চয়ের অর্থ নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নয়। এ ছাড়া ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে নির্ধারিত হারে সুদ পাওয়া যায়। প্রয়োজনের সময় এই অর্থ আবার উত্তোলন করা যায়। কিন্তু একটি মজার ব্যাপার হল সকলেই একযোগে এই অর্থ উত্তোলন করতে আসে না। তাই ব্যাংকের কাছে সকলের সঞ্চিত অর্থের বিরাট অংশ থেকে যায়। এই অংশ থেকে ব্যাংক আবার অন্য একজনকে ঋণ দেয়। অর্থাৎ ব্যাংক এক পক্ষের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে এবং অন্য পক্ষকে ঋণ দেয়। যে পক্ষ টাকা জমা রাখে তাকে সুদ প্রদান করে এবং যে পক্ষকে ঋণ দেয় তার কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ গ্রহণ করে। এই বেশি সুদ ব্যাংকের মুনাফা। তাহলে দেখা যায় যে, ব্যাংক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কার্যসম্পাদন করে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে একদিকে জনগণের কাছ থেকে আমানত হিসেবে অর্থ গ্রহণ এবং অন্যদিকে ঋণদান সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করে মুনাফা অর্জন করে তাকে ব্যাংক বলে।

ব্যাংক উৎপত্তির ইতিহাস

ঠিক কোন সময় হতে ব্যাংক-এর উৎপত্তি হয়েছে এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তবে ধারণা করা হয়, ইতালীয় শব্দ 'Banco' হতে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি। ইতালীতে 'Banco' শব্দের অর্থ লম্বা টুল। সেখানে লোম্বাডি নামক স্থানে ইহুদী মহাজনেরা লম্বা টুল বা বেঞ্চের উপর বসে টাকা-পয়সা লেনদেন করত।

বর্তমানে আমরা সকলেই ব্যাংকের সাথে পরিচিত। ব্যাংকের উৎপত্তির পেছনে একটি ইতিহাস রয়েছে। আপনার নিশ্চয়ই এই ইতিহাস সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করবে। তাহলে আসুন ইতিহাসটি জেনে নিন।

ব্যাংক আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ইংল্যান্ডে স্বর্ণকারগণ বিশ্বাসী, সৎ ও নিষ্ঠাপরায়ণ লোক হিসেবে বিবেচিত হত। তাদের যেহেতু মূল্যবান জিনিসের ব্যবসায় ছিল তাই তারা জিনিসগুলোর পর্যাপ্ত নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করত। এ কারণে জনগণ তাঁদের সঞ্চয় স্বর্ণকারদের কাছে গচ্ছিত রাখত।

কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর স্বর্ণকারগণ দেখতে পেল, এ ধরনের সকল আমানতকারী একসঙ্গে তাদের জমাকৃত টাকা উঠায় না বা সবাই একযোগে টাকা উঠাতে আসে না। এভাবে জমাকৃত টাকার এক বিরাট অংশ তাদের কাছে দীর্ঘদিন পড়ে থাকে।

এই অবস্থা দেখে স্বর্ণকারগণ আমানতকারীদের দাবী মেটানোর জন্য একটি অংশ হাতে রেখে গোপনে বাকী অংশ অন্য এক পক্ষকে ধার দিতে শুরু করল। এ ধরনের ধার গ্রহণকারীর কাছ থেকে তারা সুদ আদায় করা শুরু করল। কিন্তু পরে গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে গেল। খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সকল আমানতকারী একযোগে অর্থ উঠাতে চলে আসে। এই অবস্থায় তারা সকলের দাবী পূরণ করতে না পেরে দোকান বন্ধ করে পেছনের দরজা দিয়ে পলায়ন করে। যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাকে দেউলিয়া বলা হয়। ইংরেজিতে দেউলিয়া শব্দটির অর্থ Bankrupt। তাই তখন স্বর্ণকারদের দেউলিয়া বা Bankrupt বলা হত। স্বর্ণকারগণ আমানতকারীদের বিশ্বাস ভঙ্গ করলেও তাদের কাজটি জন্ম দিয়েছে আজকের এই ব্যাংক ব্যবস্থার। বর্তমানে ব্যাংক ব্যবস্থা ছাড়া কোন দেশের অর্থনীতির কথা কল্পনাও করা যায় না।

পাঠ-সংক্ষেপ

যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থকারী হিসেবে একদিকে জনগণের কাছ থেকে আমনত হিসেবে অর্থ গ্রহণ এবং অন্যদিকে ঋণ দান সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করে মুনাফা অর্জন করে তাকে ব্যাংক বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.১

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ব্যাংক বলতে কি বোঝায়?

২. ব্যাংকের পূর্বসূরী কারা?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যাংকের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করুন।

আধুনিক ব্যাংকের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস

বিশ্বে কোথায়, কখন এবং কিভাবে প্রথম ব্যাংক ব্যবসায় আরম্ভ হয়েছিল, তার সঠিক কোন ঐতিহাসিক তথ্য আজও পাওয়া যায় নাই। তবে এ কথা সত্য যে, এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে যুগ যুগ ধরেই সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অপরিহায় উপাদান হিসাবে বিভিন্নভাবে ব্যাংক ব্যবসায় চলে আসছে। ব্যাংকের উৎপত্তির নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া না গেলেও অর্থনৈতিক ইতিহাসবেত্তাগণ আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ইতিহাসকে সময়ের ভিত্তিতে চারভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাংকিং

২. প্রাচীন যুগের ব্যাংকিং

৩. মধ্যযুগের ব্যাংকিং

৪. আধুনিক যুগের ব্যাংকিং।

১. প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাংকিং [Banking in Pre-historic days (খৃঃ পুঃ ৫০০০ অব্দের আগে)] ঃ

সভ্যতার প্রারম্ভ হতে খৃঃ পুঃ ৫০০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কে প্রাগৈতিহাসিক যুগ ধরা হয়। উক্ত সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিনিময় মাধ্যম হিসাবে মুদ্রার প্রচলন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন প্রকার ধর্মগ্রন্থ ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হতেও তা সুপ্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং উক্ত সময়ে যেহেতু মুদ্রার প্রচলন ছিল, তাই কোন না কোন ভাবে ব্যাংকিং ব্যবসায়ও ছিল। সম্প্রতি সৌদি আরবে হযরত সোলায়মান (আঃ) এর সময়কার ধনভাণ্ডার আবিষ্কার এই ধারণাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। উক্ত সময়ে Money ও Money changer দের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অনেকে মত প্রকার করেছে। [*Banking Today-M.U. Alam, P.3.*]

২. প্রাচীন যুগের ব্যাংকিং [Banking in Ancient Period (খৃঃ পূঃ ৫০০০-৪০০)] ঃ

প্রাচীনকালে বিভিন্ন সভ্যতাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ উন্নত ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থা ছিল বলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রাচীন সিন্ধু ও মিশরীয় সভ্যতার সময়ে (খৃঃ পূঃ ৫০০০-২০০০) উক্ত অঞ্চলে বেশ উন্নত ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছিল। তখন মিশর ও সিন্ধু অঞ্চল পরস্পর ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং তারা মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে লেন-দেন সম্পন্ন করত। তাছাড়া খৃঃ পূঃ ২০০০-৬০০ অব্দ পর্যন্ত সময়ে প্রাচীন রোম ও গ্রীসে অর্থের প্রচলন ছিল। এ সময়ে রোম সাম্রাজ্যে ও গ্রীসে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং কার্য সম্পন্ন করা হত। খৃঃ পূঃ ৫০ শতকের আগে রোমে সুদ লওয়া ও দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তার পর হতে সরকার সুদ গ্রহণ বৈধ ঘোষণা করেন।

খৃঃ পূঃ ২০০০-৬০০ অব্দ পর্যন্ত সময়ে বেবীলনে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহায়ক হিসাবে মুদ্রা ও ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল। ফরাসী লেখক রেভিলপোট এর মতে, 'উক্ত সময়ে বেবীলনে ব্যাংকারগণ জনগণের নিকট হতে আমানত গ্রহণ এবং জনগণকে ঋণদান করতেন।' খৃঃ পুঃ ৬০০-৩০০ পর্যন্ত সময়ে গ্রীস ও ভারতীয় উপমহাদেশে উপাসনালয় ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। হিন্দু ধর্ম গ্রন্থাবলী হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বৈদিক যুগে (খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দে চীন দেশে শা□/ ব্যাংক নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দের দিকে রোমে ঋণ ব্যাংক ছিল এবং জনগণ বিভিন্ন প্রকার সম্পদ বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করতে পারত।

৩. মধ্যযুগের ব্যাংকিং [Banking in Middle Age (খৃঃ পূঃ ৪০০ হতে ১৪০০)] ঃ

প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন যুগে বিভিন্ন প্রকার ব্যাংকিং কার্যের অস্তিত্ব থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগ হতে ব্যাংকের ইতিহাস অনেকটা স্পষ্ট। অর্থাৎ এ সময় হতেই ব্যাংক সাংগঠনিক রূপ লাভ করতে আরম্ভ করে। এ সময় ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে মহাজন, স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী, শাহুকার, শরফ প্রভৃতি শ্রেণীর লোক অর্থ ব্যবসায়ে বেশ সুনাম

অর্জন করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসাবে মধ্য ইউরোপে এ সময় অর্থের ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক কারবারে পরিণত হয়েছিল। ৭০০ খৃষ্টাব্দের দিকে রোমে যৌথ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১১৫০ সালে ইতালীয় প্রজাতন্ত্র গুলিতে যুদ্ধের খরচ মিটানোর জন্যে ৫% হার সুদে সরকার এক বাধ্যতামূলক ঋণের প্রচলন করেন। ১১৫৭ সালে Bank of Vanice এবং ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে The Bank of San Giorgio প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময় ইউরোপের স্বর্ণকার, মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ ব্যাংকিং ব্যাবসায়ে এত বেশী উন্নতি লাভ করে যে, তারা সরকার এবং রাজাকেও সময়ে সময়ে অর্থ ঋণ দিত।

বৈদেশিক বাণিজ্যে এদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। এ সময় ব্যাংকারগণ মেয়াদী হুণ্ডি, দর্শনী হুণ্ডি, বিনিময় বিল, খত, চিঠা, চেক প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থের আদান-প্রদান করত। ১৩০০ খৃষ্টোব্দের দিকে ইতালীর লোম্বার্ডি হতে ইহুদী ব্যবসায়ীগণকে বিতাড়িত করলে তারা দলবদ্ধভাবে লন্ডনে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করে।

৪. আধুনিক যুগের ব্যাংকিং [Banking in Modern Times (১৪০০ খৃঃ-)] ঃ

মধ্যযুগের মাঝামাঝি হতে ব্যাংক সাংগঠনিক রূপ লাভ করতে আরম্ভ করলেও প্রকৃত প্রক্ষে ১৪০১ খৃঃ ব্যাংক অব বার্সিলোনা প্রতিষ্ঠার পর হতেই ব্যাংকের আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়। তৎপূর্ববর্তী তিন যুগ ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে নানা প্রকার ব্যাংকিং কার্যাবলী সংগঠিত হলেও বর্তমান ব্যাংকগুলির সাথে তৎকালীন ব্যাংকের পার্থক্য ছিল অনেক। আধুনিক ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে কার্যের বিশেষায়ণ, বিশেষজ্ঞতা, আন্ত র্জাতিকতা ইত্যাদি। তদুপরি বর্তমানের ব্যাংকগুলির আকারও অত্যন্ত বিরাট, যা অতীতে ছিলনা।

১৪০৭ সালে ব্যাংক অব জেনোয়া, ১৫৮৩ সালে ব্যাংক অব ভেনিস এবং ১৬১৯ সালে ব্যাংক অব হাম্বুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৫৬ সালে প্রথম সনদ প্রাপ্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে The Bank of Sweden এবং ১৬৯৪ সালে দ্বিতীয় সনদ প্রাপ্ত ব্যাংক হিসাবে The Bank of England প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, The Bank of England হলো বিশ্বের প্রথম সংগঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা দেশের মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করে। এরপর প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে The Hindustan Bank প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এই ভাবেই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ক্রমান্বয়ে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা সংগঠিত হতে থাকে।

উপরের আলোচনা হতে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাংকের সাথে প্রাচীন যুগের ব্যাংকের পার্থক্য অনেক। আবার প্রাচীন যুগের ব্যাংকের সাথেও মধ্যযুগীয় ব্যাংকের সামান্যই মিল ছিল। অপরদিকে মধ্যযুগীয় ব্যাংকের সাথে আধুনিক ব্যাংকের পার্থক্যও ব্যাপক। তবে এই কথা সত্য যে, সকল যুগের ব্যাংকের মধ্যেই প্রকৃতিগত ও মৌলিক সামঞ্জস্য দেখা যায়। যদিও প্রত্যেক যুগেই ব্যাংকের কিছু কিছু কার্যগত ও কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে ব্যাংক আধুনিক রূপ লাভ করেছে। বর্তমানে বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত দেশের ব্যাংকের মধ্যেও ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। ভবিষ্যতে হয়তো এমন দিন আসবে যখন ব্যাংকের বর্তমান অবস্থাকে প্রাথমিক যুগ হিসাবে গণ্য করা হবে।

পাঠ-সংক্ষেপ

আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ইতিহাসকে সময়ের ব্যবধানে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (১) প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাংকিং, (২) প্রাচীন যুগের ব্যাংকিং, (৩) মধ্যযুগের ব্যাংকিং এবং (৪) আধুনিক যুগের ব্যাংকিং।

প্রথম সনদপ্রাপ্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নাম দি ব্যাংক অব সুইডেন।

বিশ্বের সংগঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর নাম ব্যাংক অব ইংল্যান্ড।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.২

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. বিশ্বের প্রথম সনদপ্রাপ্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নাম কি?

২. বিশ্বের প্রথম সংগঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির বিবরণ লিখুন।

ব্যাংকের সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- আধুনিক ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

ব্যাংকের সংজ্ঞা

ব্যাংক অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ে নিয়োজিত একটি কারবারী প্রতিষ্ঠান। এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা জনগণের সঞ্চয়কৃত অর্থসমূহ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং উক্ত জমাকৃত আমানত বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ হিসেবে দিয়ে থাকে।

সাধারণ অর্থে ব্যাংক হচ্ছে ধার করা অর্থের ধারক একটি প্রতিষ্ঠান।

ব্যাপক অর্থে যে প্রতিষ্ঠান এক শ্রেণীর লোকের সঞ্চয় আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে এবং অন্য শ্রেণীর লোকের নিকট উক্ত আমানত ঋণ হিসেবে প্রদান করে তাকে ব্যাংক বলে। এ ব্যবসায়িক কার্য পরিচালনার সময় ব্যাংক একই সাথে দেনাদার ও পাওনাদারের ভূমিকা পালন করে।

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন মতে-"যে কোম্পানির প্রধান কাজ হলো চলতি হিসাব ও অন্যান্য হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করা এবং চেক ও আদেশপত্রের মাধ্যমে তা উঠানোর সুযোগ দান করা, তাই ব্যাংক।"

অধ্যাপক সেয়ার্স বলেন- "ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার ঋণ সংশ্লিষ্ট অন্য সকলের পারস্পরিক ঋণ নি□ত্তির জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।"

পরিশেষে বলা যায়, যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ, ঋণদান, ঋণ ও অর্থ সৃষ্টি এবং অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে, তাকে ব্যাংক বলা হয়।

ব্যাংকের গুরুত্ব

আধুনিক জটিল ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিতে ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম। অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে ব্যাংকের প্রধান কাজই হলো দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের সম্প্রসারণে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সহায়তা করা।

নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যাংকের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো-

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ঃ দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যাংকের ভূমিকা নিম্নরূপ-

১. সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠন ঃ ব্যাংক বিভিন্ন আমানতকারীদের উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহ করে মূল্যবান মূলধন গঠন করে এবং তা দেশের ব্যবসায়ী কার্যকলাপ সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

২. ঋণদান ঃ ব্যাংক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বিভিন্ন মেয়াদি ঋণদান করে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিতে সহায়তা কলে।

৩. মূলধন সরবরাহ ঃ দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সরবরাহ করে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে ব্যাংক ভূমিকা রাখে।

৪. সহজ বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি ঃ চেক, বিনিময় বিল, হুন্ডি, প্রত্যয়পত্র ইত্যাদি সহজ বিনিময় মাধ্যমের দ্বারা ব্যাংক ব্যবসায়-বাণিজ্যে সহায়তা করে থাকে।

৫. অবলেখন ঃ ব্যাংক অবলেখক হিসেবে কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ে সহযোগিতা করে থাকে।

৬. দলিলপত্র ক্রয়-বিক্রয় ঃ ব্যাংক বিভিন্ন কারবার প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, স্টক, বিনিময় বিল ইত্যাদি দলিলপত্রাদি ক্রয়-বিক্রয়ে সহযোগিতা করে থাকে।

৭. বৃহদায়তন উৎপাদনে সহায়তা ঃ বৃহদায়তন শিল্প-কারখানাসমূহের অন্তর্বর্তীকালীন মূলধনের সংকট কাটিয়ে ওঠতে ব্যাংক সাহায্য করে থাকে।

৮. ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা ঃ ব্যাংক ব্যবসায়ীদেরকে পণ্য-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করে থাকে।

৯. দেনা-পাওনার নি□ত্তি ঃ ব্যাংক তার মক্কেলদের পক্ষে দেনা পরিশোধ ও পাওনা টাকা আদায় করে থাকে।

১০. তথ্য সরবরাহ ঃ ব্যাংক ব্যবসায়ীদেরকে তাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য সরবরাহ করে তাদের ব্যবসায়ের চাকাকে গতিশীল করে রাখতে ভূমিকা রাখে।

১১. উপদেষ্টা ঃ ব্যাংক ব্যবসায়ীদের আর্থিক ও বাণিজ্যিক উপদেষ্টা হিসেবে ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দান করে থাকে।

১২. প্রতিনিধি ঃ ব্যাংক তার মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

১৩. নিরাপদ সংরক্ষণ ঃ ব্যাংক ব্যবসায়ীদের মূল্যবান দলিলপত্র সংরক্ষণ করে থাকে। আবার পণ্যদ্রব্য নিজ গুদামে বন্ধকও রাখে।

১৪. চলতি হিসাবের সুযোগ ঃ ব্যাংক ব্যবসায়ীদের চলতি হিসাবে দৈনিক একাধিকবার টাকা জমা ও উত্তোলনের সুযোগ এবং প্রয়োজনে জমাতিরিক্ত ঋণও প্রদান করে।

১৫. নিরাপত্তা ঃ ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, ট্রাভেলার্স চেক প্রভৃতি ইস্যু করে একদিকে যেমন নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি হ্রাস করে, অপরদিকে অর্থ স্থানান্তরেও সাহায্য করে।

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঃ দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাংক নিম্নোক্তভাবে সহযোগিতা করে থাকে–

১. আমদানি-রপ্তানিতে সাহায্য ঃ ব্যাংক আমদানিকারক ও রপ্তানিকারককে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহযোগিতা করে থাকে। ফলে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়।

২. আর্থিক সহায়তা ঃ ব্যাংক প্রয়োজনে আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে দেশীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সহায়তা করে থাকে।

৩. বৈদেশিক বিনিময় ঃ বৈদেশিক বিনিময় বিল, আজ্ঞাপত্র, চেক প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাংক এক দেশের সাথে অন্য দেশের লেনদেনজনিত দেনা-পাওনার নি□ত্তি করে থাকে।

৪. বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ ঃ ব্যাংক অনেক সময় আমদানি ও রপ্তানিকারকের পক্ষে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত করে।

৫. বিনিময় বিলের স্বীকৃতি ও পরিশোধ ঃ ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান ও বিল পরিশোধ করে থাকে।

৬. তথ্য সরবরাহ ঃ ব্যাংক আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদেরকে বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

৭. বিদেশে প্রতিনিধিত্ব ঃ ব্যাংক বিদেশে মক্কেলদের ক্রয়-বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবেও কাজ করে থাকে।

৮. বাজার সম্প্রসারণ ঃ ব্যাংক দেশীয় পণ্যের বৈদেশিক বাজার সৃষ্টি করে বাজার সম্প্রসারণে সহযোগিতা করে থাকে।

সুতরাং বলা যায় যে, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ও সম্প্রসারণে ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সুসংগঠিত ব্যাংক ব্যবস্থার ওপরই দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল।

ব্যাংকের কার্যাবলী

ব্যাংক একটি আর্থিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের মধ্য দিয়ে ব্যাংকের অগ্রযাত্রা শুরু হলেও আজকের দিনে ব্যাংক নানাবিধ আর্থিক কার্য সম্পাদনে ব্যাপৃত রয়েছে। আধুনিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে দেশের সার্বিক উন্নতিতে বেশ অবদান রাখে।

ব্যাংকের কার্যাবলী ঃ নিম্নে ব্যাংকের কার্যাবলীসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১. আমানত গ্রহণ ঃ ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো জনগণের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়গুলো আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। ব্যাংক সঞ্চয়ী, চলতি ও স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে জনগণের নিকট হতে আমানত গ্রহণ করে।

২. ঋণদান ঃ ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আমানত হিসেবে বা অন্য কোন উৎস হতে সংগৃহীত অর্থ ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও অন্যদেরকে ঋণ হিসেবে প্রদান করা।

৩. অর্থ বা দাবি পরিশোধ ঃ গ্রাহকদের দাবি অনুযায়ী তাদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধ করাও ব্যাংকের কাজ।

৪. নোট প্রচলন ও প্রচার ঃ ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো বিভিন্ন মুল্যমানের নোট ও মুদ্রার প্রচলন করা। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ।

৫. বিনিময়ে মাধ্যম সৃষ্টি ঃ ব্যাংকের আর একটি কাজ হলো চেক, বিনিময় বিল, আজ্ঞাপত্র, প্রত্যয়পত্র ইত্যাদি দ্বারা সহজ বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি এবং এদের মাধ্যমে দেনা-পাওনা নি□ত্তি করা।

৬. মূলধন গঠন ঃ ব্যাংক জনগণের নিকট হতে তাদের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়গুলো সংগ্রহ করে দেশের মূলধন গঠনে বেশ অবদান রাখে।

৭. বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ ঃ নির্দিষ্ট বাট্টার বিনিময়ে ব্যাংক গ্রাহকদেরকে বিল মেয়াদপূর্তির আগেই ভাঙ্গিয়ে দেয়। অনেক সময় ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষ হতে তার বিলের অর্থ সংগ্রহ করে দেয়।

৮. ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রক হিসেবে প্রয়োজন হলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৯. অর্থ স্থানান্তর ঃ বাণিজ্যিক ও বিনিময় ব্যাংকসমূহ মক্কেলদের প্রয়োজনে ও লেনদেন নি□ত্তিতে দেশে-বিদেশে অর্থ স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে।

১০. সুদ গ্রহণ ও প্রদান ঃ ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করা এবং উক্ত সুদ থেকে আমানতকারীদেরকে সুদ প্রদান করা।

১১. ঋণ আমানত সৃষ্টি ঃ ব্যাংকের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ঋণ আমানত সৃষ্টি। একনজ ঋণগ্রহীতা প্রথমে ব্যাংকে টাকা জমা করে ব্যাংকের গ্রাহক হয় এবং পরবর্তীকালে উক্ত হিসাবের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করে ব্যাংকের দেনাদারে পরিণত হয়। এভাবেই ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

১২. মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ ঃ এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কাজ। কেন্দ্রীয় ব্যঅংক দেমের মুদ্রাবাজারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

১৩. বৈদেশিক বিনিময় ঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ। ও রিজার্ভ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে।

১৪. ধনভান্ডার ঃ ব্যাংক ধনভান্ডার হিসেবে কাজ করে। দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিলে ব্যাংক সরকারকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে।

১৫. মূল্যবান সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ঃ ব্যাংক গ্রাহকদের অর্থ ছাড়াও স্বর্ণ, রৌপ্য, জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির দলিলপত্র, কাগজপত্র, শেয়ার, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি নিরাপদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

১৬. লাভজনক বিনিয়োগ ঃ আধুনিক যুগে ব্যাংক শুধুমাত্র ঋণই প্রদান করে না। বিভিন্ন লাভজনক খাতে অর্থ বিনিয়োগও করে।

১৭. কর্মসংস্থান ঃ একটি ব্যবসায় প্রতিটি হিসেবে ব্যাংক সমাজ সেবা ছাড়াও প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান করে।

১৮. তহবিল সংরক্ষণ ঃ ব্যাংক সরকার এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রয়ত্ব প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার তহবিল সংরক্ষণের কাজ করে।

১৯. ব্যবসায়-বাণিজ্যে সহায়তা ঃ ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থসংস্থান করা এবং মক্কেলের পক্ষে নানাবিধ কার্য সম্পাদন করা।

২০. অছি ও প্রতিনিধিত্ব ঃ ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সরকার ও মক্কেলদের অছি এবং প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।

২১. উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা ঃ ব্যাংক অনেক সময় সরকার ও জনগণকে বিভিন্ন ব্যবসায়-বাণিজ্য ও আর্থিক বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দান করে।

২২. বিল পরিশোধ ঃ অনেক সময় ব্যাংক মক্কেলদের পক্ষে বীমার প্রিমিয়াম, পানি, গ্যাস, টেলিফোন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিল পরিশোধ করে থাকে।

২৩. লভ্যাংশ ও সুদ সংগ্রহ ঃ মক্কেলদের পক্ষে সুদ, ডিভিডেন্ড, অবসর ভাতা ও লভ্যাংশ সংগ্রহ করাও ব্যাংকের কাজ।

পরিশেষে বলা যায় যে, আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও আধুনিক ব্যাংক বিবিধ কার্য সম্পাদন করে থাকে। বিশেষায়ণের এ যুগে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহকে স্ব স্ব উদ্দেশ্য অর্জনে নিজস্ব কর্মকাণ্ড পরিচালনায় তৎপর থাকতে দেখা যায়।

পাঠ-সংক্ষেপ

যে প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, ঋণ ও অর্থ কমিটি এবং অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে তাকে ব্যাংক বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ব্যাংক বলতে কি বোঝেন?

২. ব্যাংকের গুরুত্ব কি?

৩. ব্যাংকের মুল কাজগুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

২. আধুনিক ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যাবলীর বিবরণ দিন।

ব্যাংক-এর প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন;
- কি ধরনের ব্যাংকে আপনি মূলধন সঞ্চয় করতে ইচ্ছুক সে সম্বন্ধে ধারণা স্বচ্ছ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

ব্যাংক-এর প্রকারভেদ

প্রগতিশীল সমাজে অর্থনৈতিক কাজকর্ম বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হওয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের তাগিদে বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটে। অতীতে একই ব্যাংক মুদ্রা তৈরী, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আমানত গ্রহণ এবং কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যে ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান ইত্যাদি কাজ করত। কিন্তু একই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভবপর নয়। এজন্য কাজের শ্রেণীভেদে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক। বর্তমানে অর্থনীতির প্রতিটি শাখার জন্য পৃথক পৃথক ব্যাংক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

কার্যক্রমের ভিন্নতাভেদে প্রাথমিক দৃষ্টিতে ব্যাংক যে রকম হতে পারে, তা হল-

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
২. বাণিজ্যিক ব্যাংক
৩. শিল্প ব্যাংক
৪. কৃষি ব্যাংক
৫. সমবায় ব্যাংক
৬. বিনিময় ব্যাংক
৭. সঞ্চয় ব্যাংক
৮. বন্ধকী ব্যাংক
৯. ইসলামী ব্যাংক
১০. বিশ্ব ব্যাংক

১. **কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঃ** অর্থ ও ঋণের বাজারকে সুষ্ঠু এবং বিধিগতভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি স্বাধীন দেশে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক রয়েছে। এটি ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষে অবস্থান করে তাদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণ– বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ ব্যাংক', জাপানে 'ব্যাংক অব জাপান' যুক্তরাষ্ট্রে 'ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম', ভারতে 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া', বৃটেনে 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নোট প্রচলন ক্ষমতা রয়েছে। এটি সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যাংকার। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে অর্থের চাহিদা অনুযায়ী তার যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করা, অর্থের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃর্মূল্য স্থিতিশীল রাখা, ঋণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পন্থা কার্যকর করা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী তদারক করা এবং সরকারের আর্থিক নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই মুনাফা অর্জন এর প্রধান লক্ষ্য নয়।

২. **বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ** এ সকল ব্যাংক ব্যবসা বাণিজ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, তারা কিভাবে এ ঋণ প্রদান করে। জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে এ ব্যাংক আবার স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। উদাহরণ- বাংলাদেশে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক ইত্যাদি।

৩. **শিল্প ব্যাংক ঃ** এ ধরনের ব্যাংক বিভিন্ন আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। দেশের শিল্পায়নে এ ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম। নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপন, পুরাতন কারখানা মেরামত ও সংস্কার সাধন,

উৎপাদন কাজ অব্যাহত রাখা ইত্যাদিতে শিল্প ব্যাংক উদ্যোক্তাদের স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন যোগান দিয়ে থাকে। উদাহরণ- বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক'।

৪. কৃষি ব্যাংক ঃ আমাদের মত কৃষি প্রধান দেশে এই ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই ব্যাংক কৃষকদের বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এটি কৃষকদের স্বল্পমেয়াদী, মধ্যম মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। সাধারণতঃ বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য স্বল্পমেয়াদী, হালের গরু ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ক্রয়, পানি সেচ, কূপ খনন ইত্যাদির জন্য মধ্যম মেয়াদী এবং ট্রাকটর, গভীর নলকূপ স্থাপন, ভূমি সংস্কার ইত্যাদির জন্য কৃষি ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। উদাহরণ- বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক'।

৫. সমবায় ব্যাংক ঃ আমরা জানি, সাধারণতঃ ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীরা মুনাফা অর্জনের জন্য তাদের সঞ্চয় একত্রিত করে বিনিয়োগের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করে। এ সকল সমবায়কে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা সমবায় ব্যাংকের কাজ। এ ব্যাংক দরিদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, বিভিন্ন যানবাহনের মালিক এবং সমবায় সমিতিগুলোকে বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ দেয়। উদাহরণ- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক।

৬. বিনিময় ব্যাংক ঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনা-পাওনা পরিশোধ পদ্ধতিকে সহজতর করার জন্য বিনিময় ব্যাংক গঠিত হয়। এটি দেশীয় মুদ্রাকে বিদেশী মুদ্রায় রূপান্তর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকও অনেক সময় বিনিময় ব্যাংকের কাজ করে। উদাহরণ- বাংলাদেশে অবস্থিত স্টান্ডার্ড ব্যাংক, গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক ইত্যাদি।

৭. সঞ্চয় ব্যাংক ঃ আমি, আপনি-আমরা সবাইতো ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করি। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল সঞ্চয় ব্যাংক। এ ব্যাংকের প্রধান কাজ হল জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা। এটি সাধারণতঃ উচ্চ হারে সুদ প্রদার করে জনসাধারণকে ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করতে উৎসাহ প্রদান করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ধরনের সঞ্চয় ব্যাংক রয়েছে। বাংলাদেশে পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক মূলতঃ সঞ্চয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে।

৮. বন্ধকী ব্যাংক ঃ আপনার যদি জরুরী প্রয়োজনে টাকার দরকার হয় তবে আপনি কোথায় যাবেন? আত্মীয়-স্বজনের কাছে চাইলে হয়ত ধার পেতে পারেন- কিন্তু আপনার যদি আরও বেশি টাকার প্রয়োজন থাকে তবে এক্ষেত্রে আপনাকে সহায়তা করতে পারে বন্ধকী ব্যাংক। আপনার যদি নিজস্ব জমি থেকে থাকে, তাহলে জমি বন্ধক রেখে আপনি দীর্ঘকালীন ঋণ পেতে পারেন। এ সকল ব্যাংক প্রধানতঃ কৃষিক্ষেত্রেই ঋণ প্রদান করে থাকে।

৯. ইসলামী ব্যাংক ঃ সম্প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশে সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা কর্তৃক জেদ্দায় 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে ইসলামী ব্যাংক।

উদাহরণস্বরূপ– সুদানের 'ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক', বাহরাইনের 'বাহরাইন ইসলামী ব্যাংক', জর্ডানের 'জর্ডান ইসলামী ব্যাংক' প্রভৃতি। আপনি যদি ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক অর্থ সঞ্চয় করতে চান, তবে এখানে তা পারবেন, কারণ এরা আপনার জমাকৃত অর্থের ওপর সুদ নয়, মুনাফা দেয়। বাংলাদেশেও ১৯৮৩ সালে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ' নামে দেশের প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১০. বিশ্ব ব্যাংক ঃ বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাংক গঠিত। মূলতঃ বিশ্বের উন্নত দেশগুলো এ ব্যাংকের মূলধন যোগান দিয়ে থাকে। এ ব্যাংক সদস্য দেশগুলোর পুনর্গঠন কাজে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে।

সমস্যা

ধরুন, আপনারা কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করলেন, পড়ালেখা শেষ করে চাকরির খোঁজে না বেরিয়ে একটি আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করবেন। আপনাদের মেধা রয়েছে, রয়েছে এগিয়ে যাবার পথে দৃঢ় মনোবল। কিন্তু এমন গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও আপনাদের পথে যা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হল মূলধন। নগদ অর্থের অভাবে হয়ত আপনাদের এত সুন্দর প্রচেষ্টা ব্যাহত হবার উপক্রম। এ ক্ষেত্রে আপনারা কোন ধরনের ব্যাংকের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন? কিভাবে ঋণ পেতে পারেন।

পাঠ-সংক্ষেপ

'Banco' শব্দ হতে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি। কার্যক্রম ভেদে ব্যাংক সাধারণত ১০ রকম হতে পারে। যথা– ১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ২. বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩. শিল্প ব্যাংক, ৪. কৃষি ব্যাংক, ৫. সমবায় ব্যাংক, ৬. বিনিময় ব্যাংক, ৭. সঞ্চয় ব্যাংক, ৮. বন্ধকী ব্যাংক, ৯. ইসলামী ব্যাংক, ১০. বিশ্ব ব্যাংক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. ব্যাংকের প্রথম কাজ কি ছিল?

ক. আমানত গ্রহণ　　খ. ঋণদান

গ. স্বর্ণমুদ্রা তৈরী　　ঘ. স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন

২. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি?

ক. শিল্প ব্যাংক　　খ. সোনালী ব্যাংক

গ. বাংলাদেশ ব্যাংক　　ঘ. কৃষি ব্যাংক

৩. কোন ব্যাংক দেশে মুদ্রার প্রচলন করে?

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক　　খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক

গ. শিল্প ব্যাংক　　ঘ. বিশ্ব ব্যাংক

৪. নিম্নের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয়?

ক. ঋণদান করা　　খ. আমানত গ্রহণ করা

গ. অর্থের যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি করা　　ঘ. মুদ্রার প্রচলন করা।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যাংক কত প্রকার ও কি কি? সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

১.ক, ২.গ ৩.খ ৪.ঘ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের গুরুত্ব বা ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম অনুন্নত দেশ। এদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর। মানুষের মাথাপিছু আয়ও অত্যন্ত কম। তাই সঞ্চয় সৃষ্টির মাধ্যমে মূলধন গঠনও হতাশাব্যঞ্জক। সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিক ব্যাংকের কার্যকর ভূমিকা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা বা গুরুত্বের বর্ণনা প্রদান করা হলোঃ

১. সঞ্চয় সৃষ্টি ঃ বাংলাদেশের জনগণের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হওয়ায় জনগণ সঞ্চয় করতে পারেনা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত ব্যাংকগুলো জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ফলে জনগণ কিছু কিছু সঞ্চয় করে নিজেদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এতে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়।

২. মূলধন গঠন ঃ বাংলাদেশে মূলধনের অভাব প্রকট। ব্যাংক জনগণের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়গুলোকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করে মূলধন গঠনে সাহায্য করে। ফলে দেশে মূলধনের অভাব কিছুটা হলেও দূর হয়।

৩. ঋণদান ঃ দেশের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে ব্যাংক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় ঋণ দিয়ে থাকে।

৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঃ দেশের মুদ্রা বাজারকে, সচল রাখার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলোর ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঃ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. অর্থের আদান-প্রদান ঃ ব্যাংক বাংলাদেশের একস্থান হতে অন্যস্থানে অর্থ আদান-প্রদানেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৭. শিল্প উন্নয়ন ঃ ব্যাংক শিল্পের প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ এবং প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করে। ফলে বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়ন দ্রুততর হয়।

৮. কৃষির উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের কৃষি উন্নয়নে ব্যাংক অনন্য ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের প্রয়োজনে ব্যাংক কিটনাশক ঔষধ, সার, বীজ, হালের বলদ, নলকূপ ইত্যাদি সকল বিষয়ে ঋণ দিয়ে থাকে।

৯. কৃষি নির্ভর শিল্পের সম্প্রসারণ ঃ ব্যাংক কৃষি নির্ভর শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নের জন্যে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে।

১০. কুটির শিল্পে সাহায্য ঃ ব্যাংক দেশের তাঁতী, কামার, কুমার, হস্তশিল্প প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান করে।

১১. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি ঃ লেন-দেন ও টাকার স্থানান্তরের সুবিধার্থে ব্যাংক চেক, ভ্রমণকারীর চেক, পে-অর্ডার, হুন্ডি প্রভৃতি সহজ বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে বাংলাদেশের জনগণের জীবন যাত্রাকে সহজ করে তুলছে।

১২. বৈদেশিক বিনিময় ঃ জনগণের প্রয়োজনে ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় কার্য সম্পাদন করে।

১৩. কর্ম সংস্থান ঃ দেশের বেকার লোকদের কর্মসংস্থান ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতেও বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পাঠ-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা নিম্নরূপ ঃ ১. সঞ্চয় সৃষ্টি, ২. মূলধন গঠন, ৩. ঋণদান, ৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণ সহায়তা, ৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ৬. অর্থের নিরাপদ আদান-প্রদান, ৭. শিল্প উন্নয়ন, ৮. কৃষি উন্নয়ন, ৯. কৃষি নির্ভর শিল্পের সম্প্রসারণ, ১০. কৃষি শিল্পে সাহায্য, ১১. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি, ১২. বৈদেশিক বিনিময়, ১১. কর্মসংস্থান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৫

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের গুরুত্ব আলোচনা করুন।